442

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 9 1999
পৃঃ ৫ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বাড়ছে

ডঃ মুনীরউদ্দিন আহমদ

এ বছরের ২৩শে এপ্রিল এশিয়া উইকে বিভিন্ন সূচকের বিবেচনায় এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তুলনামূলক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের ১০৪টি মাল্টি. ডিসিপ্লিনারী বিশ্ববিদ্যালয় রেটিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তালিকায় এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭তম স্থান অর্জন করে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়া-ওশেনিয়ার ৬৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৪তম স্থান অর্জন করেছিল। গত বছরের সার্ভেতে দক্ষিণ এশিয়ার মাত্র দুটো বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে স্থান পেয়েছিল। তালিকার ২৯তম স্থানে ছিল ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩৯তম স্থানে ছিল পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচে, ৪৭তম স্থানে। শ্রীলংকার কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল ৫৪তে। ১ম স্থান দখলকারী জাপানের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানও ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচে। এছাড়াও অষ্ট্রেলিয়ার ১টি, চীনের ২টি, তাইওয়ানের ১টি, ইন্দোনেশিয়ার ৪টি, মালয়েশিয়ার ৩টি, ফিলিপাইনের ৪টি এবং ভারতের ১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচে। এ বছর জাপানের ৪টি, দক্ষিণ কোরিয়ার ৬টি, তাইওয়ানের ৩টি, চীনের ৩টি, অষ্ট্রেলিয়ার ৩টি, থাইল্যান্ডের সব কয়টি অর্থাৎ ৪টি, ইন্দোনেশিয়ার সব কয়টি অর্থাৎ ৪টি, ফিলিপাইনের ৩টি, মালয়েশিয়ার ৩টি, নিউজিল্যান্ডের সবকয়টি অর্থাৎ ৩টি, ভারতের ২টি, পাকিস্তানের ১টি, শ্রীলংকার ১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান চলে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত বছরের ৪৪তম স্থান থেকে এ বছর ৩৭তম স্থানে উঠে এসেছে। থাইল্যান্ডের মহিদুল বিশ্ববিদ্যালয়, চিয়াংমাই বিশ্ববিদ্যালয়, থামাসাত বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ কোরিয়ার পুশান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, সাইন্স ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া, ইউনিভার্সিটি অব ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার গাদা মাদা বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো বহু স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচে চলে গেছে। সবচেয়ে লক্ষণীয়, সার্ক অঞ্চলে এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নিতে পারেনি। এ বছরের সার্ভেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতকরা ৫১.৫৮ পয়েন্ট পেয়ে ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৭তম স্থান অর্জন করে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্জন করেছিল ৪৫.৮৫ পয়েন্ট। গত বছর প্রথম স্থান দখলকারী জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় অর্জন করেছিল শতকরা ৭৪.১৪ পয়েন্ট। এ বছর প্রথম স্থান দখল করেছে গত বছরের দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী জাপানের তহুকু বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে গত বছরের তৃতীয় স্থান অর্জনকারী জাপানের কিওতো বিশ্ববিদ্যালয়। গত বছরের প্রথম স্থান দখলকারী টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়কে এবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, অসমাপ্ত তথ্য প্রেরণ করার কারণে। এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান-পতন লক্ষণীয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি গত বছরের ৬ষ্ঠ স্থান থেকে এ বছর ৩য় স্থানে উঠে এসেছে। তাইওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়েরও অগ্রগতি হয়েছে। গত বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ছিল ৭ম। এবার ৫ম। সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি হয়েছে এ বছর। গত বছরের ২০তম স্থান থেকে এবার উঠে এসেছে ১৫তম স্থানে। ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয় গতবার অর্জন করেছিল ৪৬তম স্থান। এবার পেয়েছে ৩২তম স্থান। ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় গত বছরের তুলনায় তাদের অবস্থানের অগ্রগতি সাধান করে উপরের দিকে উঠে আসতে সক্ষম হয়েছে। পক্ষান্তরে ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয় এবারের তালিকায় তাদের গত বছরের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি, নীচে নেমে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বিনষ্টের জন্য বহু কারণ রয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের ক্রম অবনতি, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস, খুন-খারাবি শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। গত কয়েক বছর আগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সন্ত্রাস, খুন-খারাবিসহ ঘন ঘন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক সরবরাহকৃত এক তথ্য বিবরণীতে জানা যায়, ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনা ঘটেছে ৫৭টি, যার মধ্যে ২৭টি ছিল গোলাগুলী ও বোমাবাজির ঘটনা, নিহত হয়েছিল একজন। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় চারটি, সহিংস ঘটনা ঘটে ৭২টি যার মধ্যে বোমা ও গোলাগুলীর ঘটনা ছিল ৩২টি।

এবার দেখা যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪তম স্থান থেকে ৩৭তম স্থানে উঠে আসার পেছনে কোন কোন সূচক ভূমিকা রেখেছে। মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত প্রথম সূচক ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম (Academic reputation)। নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মূল্যায়নে সুনাম সূচকে গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০-এর মধ্যে অর্জন করেছিল ৯.৪৪ পয়েন্ট। এবার এই সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্জন করেছে ৯.৫৩ পয়েন্ট, ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সামগ্রিক অবস্থান ৭৭তম। সুনাম সূচকে এবার ১ম স্থান অর্জন করেছে কিউতো বিশ্ববিদ্যালয় ২০-এর মধ্যে ২০ পয়েন্ট পেয়ে। এই সূচকে ২০-এর মধ্যে ১৯.৭৭ পয়েন্ট পেয়ে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর ২য় স্থান অর্জন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মূল্যায়নের দ্বিতীয় সূচক ছিল ভর্তি প্রক্রিয়া ও ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন। গত বছর ২৫-এর মধ্যে ১৭.৯৪ পয়েন্ট পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় এই সূচকে ৯ম স্থান দখল করেছিল। এবার ২৫-এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৩.৪৮ পয়েন্ট পেয়ে এই সূচকে ১ম স্থান দখল করেছে। এই সূচকে সামগ্রিক তালিকায় ১ম স্থান অর্জনকারী তহুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৫ম স্থানে। এই সূচকে সামগ্রিকভাবে ৩য় স্থান দখলকারী কিওতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১২তম স্থানে। মূল্যায়নের ৩য় সূচক ছিল ফ্যাকাল্টি রিসোর্সেস। যেসব নীতিমালার আলোকে এই সূচক বিবেচিত হয় তার মধ্যে রয়েছে ডিগ্রীধারী শিক্ষকের সংখ্যা, বেতন, প্রতি শিক্ষকের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত। এই সব নীতিমালার ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত বছর ২৫-এর মধ্যে ১৪.৪৬ পয়েন্ট পেয়ে ৪৭তম স্থান অর্জন করেছিল। এবার ১৪.৭১ পয়েন্ট পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্জন করেছে ৫১তম স্থান। এবার সূচকের মান কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সূচকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের উন্নতি হয়নি। গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বছর ২০-এর মধ্যে ৩ পয়েন্ট লাভ করে ৬৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪১তম স্থান অর্জন করেছিল। এবার ৩ এর মধ্যে ১.৭২ পয়েন্ট পেয়ে ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৫তম স্থান অর্জন করেছে। ...ষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের দিক থেকে অষ্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ২০-এর ...১২.৩৬ পয়েন্ট পেয়ে ১ম স্থান অর্জন করে এবং ১১.৯৫ পয়েন্ট পেয়ে ২য় স্থান লাভ করে ...তো বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় মূল্যায়নের শেষ সূচক ছিল আর্থিক সংগতি। এই সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান আশাব্যঞ্জক নয়। ১০-এর মধ্যে ২.১৫ পয়েন্ট পেয়ে এই সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬১তম স্থান অর্জন করেছে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্জন করেছিল ১.০১ পয়েন্ট এবং স্থান ছিল ৫৬তম। আর্থিক সংগতির দিকে থেকে ১ম স্থান লাভ করেছে চায়নীজ ইউনিভার্সিটি অব হংকং। পয়েন্ট লাভ করেছে ৬.৫৪। এবারও আর্থিক সঙ্গতি সূচকে উপরের দিকের সব কয়টি স্থান দখল করেছে উন্নত দেশ জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আর্থিক সংগতির দিক থেকে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান চায়নীজ ইউনিভার্সিটি অব হংকং-এর সমকক্ষ হলে সার্বিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান চলে আসতো ২৫তম স্থানে।

সুনাম, ভর্তি প্রক্রিয়া এবং ফ্যাকাল্টি রিসোর্সেস-এর দিক থেকে ভালো অবস্থানে থাকলেও গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং আর্থিক সংগতির দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশংসনীয় অবস্থানে নেই। যেসব নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল মূল্যায়ন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক জার্নালে শিক্ষকের গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা, এশিয়ার একাডেমিক জার্নালসমূহে প্রতি শিক্ষকের প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা, গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ, ডক্টরেট ডিগ্রধারী শিক্ষকের সংখ্যা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, এম ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী প্রদানের সংখ্যা ইত্যাদি। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষকের বছরে গড় দুটো করে গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা উল্লেখ করার মত নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গণ্য করা হয় টিচিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে। আর তাই হয়তো গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল এখানে খুব বেশি প্রাধান্য পায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-মর্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য উন্নত ও গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি আরো জোর দিতে হবে। ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাদান পদ্ধতির আধুনিকীকরণসহ উন্নত মানের গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমান ও সুনাম বৃদ্ধির ব্যাপারে তৎপরতা চালানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল্যায়নে ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস বা আর্থিক সঙ্গতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই সূচক বিবেচনায় যেসব বিষয়গুলো প্রধান্য পায় তার মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মোট বরাদ্দ ও ব্যয়, প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মোট ব্যয়, প্রতি ছাত্র/ছাত্রীর জন্য লাইব্রেরী ও বইয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষকদের কম্পিউটার, ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ বা সহজলভ্যতা ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইদানীংকালে লাইব্রেরীর বই পুস্তক ও জার্নালের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ প্রতি বিভাগ বা ইনষ্টিটিউটে ই-মেইল ও ইন্টারনেট সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান লাইব্রেরীসহ, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীকে কম্পিউটারাইজড্ করার প্রক্রিয়া প্রায় সমাপ্তির পথে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের উৎস সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে আর্থিক সংগতি সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের অবনতি ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের সিংহভাগ অর্থাৎ প্রায় ৯১ শতাংশ অর্থায়ন সরকারকেই বহন করতে হয়। একটি দরিদ্র দেশের সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এতো বড় ব্যয়ভার বহন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বিনষ্টের জন্য বহু কারণ রয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের ক্রম অবনতি, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস, খুন-খারাবি শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। গত কয়েক বছর আগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সন্ত্রাস, খুন-খারাবিসহ ঘন ঘন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক সরবরাহকৃত এক তথ্য বিবরণীতে জানা যায়, ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনা ঘটেছে ৫৭টি, যার মধ্যে ২৭টি ছিল গোলাগুলী ও বোমাবাজির ঘটনা, নিহত হয়েছিল একজন। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় চারটি, সহিংস ঘটনা ঘটে ৭২টি যার মধ্যে বোমা ও গোলাগুলীর ঘটনা ছিল ৩২টি। তথ্য বিবরণীর সূত্রমতে, ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেও সহিংসতা, বোমাবাজি ও গোলাগুলীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। এ সময় সহিংস ঘটনা ঘটে ৫৭টি যার মধ্যে গোলাগুলীর সংখ্যা ছিল ২৮টি। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার সংখ্যা আরো কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৭টিতে। এ শিক্ষাবর্ষে অবশ্য একজন মারা যায়। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ধরন ও সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১২টিতে। এ সময় খুব মারাত্মক কোন ঘটনা ঘটেনি এবং এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পূর্ণ নির্মূল না হলেও পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা অনেক ভালো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে ছাত্র-শিক্ষক ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্যের গতিশীল নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের উন্নতিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারও যথেষ্ট প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। এই পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যও তেমনই শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল। বিদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনো যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। জাতি, দেশ ও দশের স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমান উন্নয়নে আমাদের সকলকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। সমুন্নত রাখতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-মর্যাদা ও ঐতিহ্যকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃতগৌরব সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার, বিরোধীদল, নেতা-নেত্রী, বুদ্ধিজীবী, দেশবাসী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ও সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারলে এশিয়া-উইকের মূল্যায়নে আমাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান আরো ওপরে ওঠে আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে প্রকৃত অর্থে আমরা আবারও গর্ব করতে পারবো। ❑